জি-মরফিন ◡ পরিচিতি

(মরফিন সালফেট বিপি)

উপস্থাপন :

জি-মরফিন এস আর টেবলেট :

প্রতি টেবলেটে রয়েছে মরফিন সালফেট বিপি ১৫ মিঃ গ্রাঃ

জি-মরফিন ইনজেকশন :

প্রতি ১ মিলি এম্পুলে রয়েছে মরফিন সালফেট বিপি ১৫ মিঃ গ্রাঃ

ব্যবহার :

জি-মরফিন মূলতঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও মসৃণ মাংসপেশীর উপর অনুভূতি নাশক হিসেবে কাজ করে। ইহা অস্ত্রোপচারের পূর্বে ও পরে, ব্যথানাশক, চৈতন্যনাশক ও বেদনা দূরীকরণে ব্যবহার হয়।

মাত্রা ও প্রয়োগ :

মুখে খাবার জন্য (ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য) :

শুধুমাত্র টারমিনাল ক্যান্সার রোগীদের ক্ষেত্রে : জি-মরফিন এস আর টেবলেট ১টি করে (১৫ মিঃ গ্রাঃ) প্রতি ১২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। ১২ ঘণ্টায় ব্যথা নিয়ন্ত্রণে না আসলে, ব্যবধান কমিয়ে কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা অন্তর দেয়া যেতে পারে।

তীব্র ব্যথায় (Severe pain) : ২টি করে (৩০ মিঃ গ্রাঃ) টেবলেট ১২ ঘণ্টা অন্তর, প্রয়োজনে মাত্রা বাড়িয়ে ৪টি করে (৬০ মিঃ গ্রাঃ) টেবলেট ১২ ঘণ্টা অন্তর দেয়া যেতে পারে।

নোট : জি-মরফিন এস আর ১টি টেবলেট একবারে খেতে হবে। টেবলেট ভেঙ্গে অর্ধেক করা, চূর্ণ করা বা চিবিয়ে খাওয়া যাবে না।

জি-মরফিন এস আর টেবলেট কেবলমাত্র Terminal Cancer রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

ইনজেকশন হিসেবে :

জি-মরফিন ইনজেকশন মাংসপেশীতে, ত্বকের নিচে কিংবা শিরায় খুব ধীরে ব্যবহার করা যায়।

তীব্র ব্যথায় : ত্বকের নিচে অথবা মাংসপেশীতে ১০ মিলিগ্রাম হিসেবে ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ব্যবহার করা যায়, ১৫ মিলিগ্রাম স্বাস্থ্যবান/মোটা রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

শিশুদের ক্ষেত্রে :

১ মাস পর্যন্ত : ১৫০ মাইক্রোগ্রাম/কেজি হিসেবে,

১-১২ মাস পর্যন্ত : ২০০ মাইক্রোগ্রাম/কেজি হিসেবে,

১-৫ বছর পর্যন্ত : ২.৫ - ৫.০ মিলিগ্রাম ও

৬-১২ বছর পর্যন্ত : ৫.০ - ১০.০ মিলিগ্রাম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। শিরায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব ধীরে মাংসপেশীতে প্রদেয় মাত্রার এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক মাত্রা প্রয়োগ করা যায়।

হৃদপিন্ডের জটিলতায় খুব ধীরে ধীরে শিরায় ১০ মিঃ গ্রাঃ (২ মিঃ গ্রাঃ প্রতি মিনিটে) হিসেবে ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে পুনঃ ৫.০-১০.০ মিগ্রাঃ প্রয়োগ করা যায়।

বৃদ্ধ ও অসুস্থ রোগীর ক্ষেত্রে : অর্ধেক মাত্রা ব্যবহার করা যায়। তীব্র ও পালমোনারী ইডিম্যায়, খুব ধীরে শিরায় ৫-১০ মিঃ গ্রাঃ (২ মিঃ গ্রাঃ প্রতি মিনিটে) হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

বহু পুরাতন ব্যথায় : ত্বকের নিচে অথবা মাংসপেশীতে ৫-১০ মিঃ গ্রাঃ প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর দেয়া যায়। মাত্রা প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা যায়।

সতর্কতা :

জি-মরফিন ইনজেকশন রুগ্ন ও বৃদ্ধ রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাদের ইনট্রাক্রেনিয়াল, ইনট্রাঅকুলার প্রেসার এবং যেসব রোগীর মাথায় ক্ষত রয়েছে সে ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। চোখের অন্ধত্বতা ইনট্রাঅকুলার প্রেসারের লক্ষণ বুঝা যায়। যেসব রোগীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ডিপ্রেশন দেখা দিবে (এমফাইসিমা, সিভিয়ার ওবিসিটি) তাদের ক্ষেত্রে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া :

যে সব রোগীদের নিদ্রাকর্ষক (আফিম জাতীয়) এর প্রতি এলার্জি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে মরফিন শিরায় ব্যবহারে এলার্জি হতে পারে। শ্বাসতন্ত্রের এজমা ও শ্বাসতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা হতে পারে।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া :

জি-মরফিন বা অন্যান্য নিদ্রাকর্ষক (আফিম যুক্ত) এর স্বাভাবিক মাত্রায় সবচেয়ে বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে যে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা হলো বমিভাব, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য, ঝিমুনি ও বিভ্রান্তি। বহুদিন ব্যবহারে সাধারণতঃ সহনীয়তা দেখা যায়। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শ্বাসতন্ত্রের ডিপ্রেশন প্রধান। কারণ ইহা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিক্রিয়া করে। তাছাড়া পেটের পীড়া ও কোষ্ঠকাঠিন্যও দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধপ্রদানকালীন অবস্থায় ব্যবহার :

গর্ভাবস্থায় মরফিন ব্যবহারে গর্ভস্থ শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে।

নির্ভরশীলতা :

জি-মরফিন ব্যবহারে কিছুসংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে আনন্দজনক অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে এবং পরবর্তীতে মরফিনের উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হতে পারে।

ড্রাগ ইন্ট্যার‍্যাক্শন :

মরফিন ব্যবহারে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিক্রিয়ার ফলে শ্বাসতন্ত্রের ডিপ্রেশন দেখা দিতে পারে।

প্যাকিং :

জি-মরফিন এস আর টেবলেট : (৩ x ১০) এর বিষ্টার প্যাক

জি-মরফিন ইনজেকশন : ১ মিলি x ৫ এম্পুল

: ১ মিলি x ১০ এম্পুল

: ১ মিলি x ১০০ এম্পুল

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

প্রস্তুতকারক :

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিঃ

মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টঃ, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪, বাংলাদেশ